করিয়া একমাত্র নিজপ্রাণবল্লভ শ্রীভগবান্‌কেই ভজন করে, তাহার যদি অনেক দোষও থাকে, তাহা হইলেও শ্রীভগবান তাহাকে সাধু বলিয়া আদর করেন। তাই শ্রীভগবদ্গীতায়—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

যে জন অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই ভজন করে, সে জন সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা কর্ত্তব্য। যেহেতু তাহার নিশ্চয়টি অতি সুন্দর। অর্থাৎ কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম করা হয়—এই দৃঢ় ধারণাটিই তাহাকে সর্ব্বদোষ হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রবেশ করাইবে। তাহা হইলে বেশ পাওয়া গেল যে, "অনন্যদেবতাভক্তত্ব মাত্রে দুরাচারেরও সাধুত্ব বিধান করা হইয়াছে। তবে এই সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যে সেই প্রকার দুরাচারবিশিষ্ট সাধুর কথা উল্লেখ করা হয় নাই, তাহার কারণ তাদৃশ সাধুসঙ্গের ভগবদ্ভক্তিতে উন্মুখতা সম্পাদনা করিতে সামর্থ্য নাই। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭।৭।৩০ অধ্যায়ে অসুর বালকগণকে উপদেশ করতঃ বলিয়াছিলেন—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥

হে ভ্রাতৃগণ! গুরুসেবা ভক্তি দ্বারা, সর্ব্বলাভ ভগবানে অর্পণদ্বারা অর্থাৎ যেখানে যাহা পাইবে, সব নিজ প্রাণবল্লভকে সমর্পণ করিবে এবং সদাচারসম্পন্ন ভক্তসঙ্গে ও ঈশ্বরারাধনপ্রভাবে শ্রীভগবানে প্রীতি লাভ করিতে পারা যায়। এস্থানে ভক্তের বিশেষণরূপে সাধু পদটি উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইয়াছেন যে—সদাচারসম্পন্ন ভক্তসঙ্গই ভগবদ্ উন্মুখতার প্রতি হেতু। তাহা হইলে এই পূর্ব্ববর্ণিত সাধুলক্ষণে ঈশ্বর বুদ্ধিতে বিধিমার্গে দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে তারতম্যও উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে জন ঈশ্বরবুদ্ধিতে শাস্ত্রশাসনে ভগবান্‌কে ভজন করে কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করে, সেই ভক্ত হইতে অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রাভক্তিসাধক হইতে জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনাবৃত ভক্তিসাধকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে। অর্চ্চনমার্গে ভক্তের তিনটি প্রকার পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড হইতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কনিষ্ঠভক্তের মধ্যে উত্তমের লক্ষণ "তাপাদিপঞ্চ সংস্কারী, নবেজ্যাকর্ম্মকারক, অর্থপঞ্চকবিদ্"—এই তিনটি লক্ষণযুক্ত ভক্ত কনিষ্ঠের মধ্যে উত্তম। শ্লোক ব্যাখ্যা ১৯৯ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। আর যে ভক্ত তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যোগ—এই পাঁচটি সংস্কারযুক্ত, তিনি কনিষ্ঠ ভাগবত মধ্যে মধ্যম, আর